হযরত খাজা গোলাম রব্বানী (রহ.)-এর মাজার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

মা সি ক

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

আমার আলো

নির্মাণাধীন কুতুববাগ দরবার শরীফ জামে মসজিদ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

ঢাকা বৃহস্পতিবার সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৯ ॥ আশ্বিন ১৪২৬ ॥ সফর ১৪৪১ ॥ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ॥ ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা

হাদিয়া : ১০ টাকা

মানব জীবনের কল্যাণ ও মুক্তির একমাত্র উপায় উসিলা

আলহাজ্ব মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

সম্মানিত পাঠক, 'উসিলা' সম্পর্কে প্রথমেই পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারা ত্রিশ নম্বর আয়াত তুলে ধরছি। উচ্চারণ: অইয্ কৃালা রাব্বুকা লিলমাইকাতি ইন্নী জ্বাইলুন ফিল আরদ্বি খালীফাহ: কৃালু আতাজয়ালু ফিহা মাই ইয়ুসসিদু ফীহা অইয়াসফিকুদ দিমা-আ, ওয়া নাহনু নুসাব্বিহু বিহামদিকা অনুকাদ্দিসু লাক; কৃালা ইন্নী আ'লামু মা-লা -তা লামুন। (সূরা বাকারা, আয়াত-৩০)

অর্থ: যখন মহান আল্লাহতায়ালা ফেরেশতাদের বললেন, নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে একজন খলিফা বানাতে চাই, (তোমাদের মতামত কী?) তখন ফেরেশতারা বললেন, হে দয়াময় আল্লাহতায়ালা এমন প্রতিনিধি বানালেন যিনি দুনিয়াতে গিয়ে খুনখারাবি-মারামারি, হানাহানি, অশান্তি করে আপনার নামের কলঙ্ক করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে। আমরা তো যথেষ্ট পরিমাণ আপনার তাসবীহ-জিকির, প্রশংসা ও পবিত্র গুণের বর্ণনা করছি। আল্লাহতায়ালা ফেরেশতাদের সাবধান করে বললেন- হে ফেরেশতারা, নিশ্চয়ই আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।

'তাফসীরে মাযহারী'তে আরো বলা আছে, খলিফা অর্থ প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধি হচ্ছেন, হযরত আদম (আঃ)। তাঁকে খলিফা হিসেবে প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে-আল্লাহতায়ালার বিধানাবলী ও বিধান অনুসারে বিষয়ের প্রচলন, পথ-প্রদর্শন, সত্যের পথে আহ্বান, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি এবং মহান আল্লাহতায়ালার প্রকাশ-বিকাশ হওয়ার ইচ্ছা বা মাধ্যম। কারণ, তিনি কারো মুখাপেক্ষি নন। কিন্তু সৃষ্টিকুল তাঁর মুখাপেক্ষি। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষের জন্যই তিনি প্রতিনিধি পাঠানোর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ, সাধারণ মানুষ আল্লাহতায়ালার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনে এবং সরাসরি আল্লাহতায়ালার আদেশ বা ঐশী বাণী পাঠানো বিধান গ্রহণ করতে তারা অক্ষম। তাই পরম দয়ালু আল্লাহ এই প্রতিনিধিত্বের পরম্পর শুরু করার অভিপ্রায় বা ইচ্ছ জ্ঞাপন করেছেন হযরত আদম (আঃ) এর মাধ্যমে।

উচ্চারণ: ওয়ালাও আন্নাহুম ইয যালামু আন ফুসাহুম জ্বাউকা ফাসতাগফারুল্লাহ ওয়াসতাগফারা ওলাহুমুর রাসুলু লাওয়াজ্বাদু-ল্লাহা তাওয়্যা বার রাহিমা (সূরা নিসা, আয়াত-৬৪)।

অর্থ : যদি এ সকল লোক নিজেদের আত্মাসমূহের ওপর অত্যাচার করে, হে নবী (সঃ) আপনার দরবারে হাজির হয়ে যায় এবং আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবায়ে নাছুহা করে এবং আপনি (ইয়া রাসুলুল্লাহ সঃ) তাদের পক্ষে সুপরিশ করেন, তাহলে নিঃসন্দেহ এরা আমি আল্লাহকে তওবা কবুলকারী, ক্ষমাকারী মেহেরবান হিসেবে পাবে। এ আয়াতে কারিমা দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল হুজুর (সঃ) প্রত্যেক গুনাহ্গারের জন্য সর্বসময় কিয়ামতাবধি মাগফিরাতের উছিলা।

উচ্চারণ: ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়াবতাগু এলাইহিল 'উসিলা'তা ওয়া যাহেদু ফি ছাবিলিহি লায়াল্লাকুম তুফলেহুন। (সুরা মায়েদা রুকু-৬ আয়াত-৩৫)

অর্থ: আল্লাহতায়ালা ঈমানদারদের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত ঘোষণা করেন, হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহকে পাওয়ার রাস্তায় 'উসিলা' অন্বেষণ কর এবং এ পথে জেহাদ কর। অর্থাৎ কঠোর রিয়াজত-সাধনা এবং নিজের নফসের সাথে জিহাদ কর, যাতে তোমরা মুক্তি লাভ করতে পার।'

'উসিলা' শব্দের আভিধানিক আরবী অর্থ যারিয়া, অর্থাৎ কারণ বা হেতু, মধ্যস্থতা, মহব্বতের হত, (কেশোয়ারী)। 'উসিলা' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ 'দরমিয়ানী শখছ' অর্থাৎ মধ্যস্থ ব্যক্তি, কোন বিষয়ের মীমাংসাকারী, দূত, বাহক, সম্পর্ক উত্তম, ইচ্ছা-বাসনা, সৎকর্ম, দোস্তি, মহব্বত ইত্যাদি। সুত্র: (ফিরোজুল লোগাত)।

'উসিলা' শব্দের অন্য অর্থ নৈকট্য লাভ করার হেতু বা কারণ, মর্তবা, শ্রেণি ইত্যাদি। সুত্র : (মেছবাহুল লোগাত আরবী)

কোনো কোনো তফসীরকারদের মতে ''উসিলা'' শব্দের তরজমা করা হয়েছে কোন জিনিসের নিকট আগ্রহ সহকারে পৌছা। আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, মোফাসসিরগণ ''উসিলা'' শব্দের অর্থ নৈকট্য লাভ করা, নিকটবর্তী হওয়া, নৈকট্য লাভের উপায়, রাস্তা বা আনুগত্য বলে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী তফসীরে কবীরে-এর অর্থ লিখেছেন- 'উসিলা' সেই আনুগত্য বা ইবাদত যা তোমাদেরকে তাঁর (আল্লাহর) নিকটবর্তী করে দেয়।'

আল্লামা ইবনে কাসীর ব্যক্ত করেছেন– 'ইলমে কোরআনের এই ইমামগণ 'উসিলা' শব্দের যা কিছু বলেছেন সে বিষয় মোফাসসিদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই।' তিনি 'উসিলা' শব্দের আরও দুটি অর্থ লিখেছেন, (১) 'উসিলা' এমন জিনিস যার সাহায্যে মূল লক্ষে পৌছে যায়, আর (২) 'উসিলা' জান্নাতের এক উচ্চতর মঞ্জিলের নাম। আর তা হচ্ছে রাসুল করীম (সঃ)-এর মহা উচ্চ মর্তবা। (উপরোক্ত 'উসিলা' শুধু রাসুল (সঃ) এর প্রতিই প্রযোজ্য)

আল্লামা আবুস ও আল্লামা জামাখশারী তাঁদের ভাষায় বলেছেন- ''উসিলা'' সেই বস্তু যার দ্বারা খোদার নৈকট্য লাভ করা যায়- খোদা পর্যন্ত পৌছা যায়।' অনেক মোফাসসির আল্লাহ্র 'আসমায়ে হুসনার' যে কোন নামের 'উসিলা' বা নেক আমলের বরাত দিয়ে দোয়া করাও 'উসিলা'র মধ্যে গণ্য করেছেন। এরূপ বহু মোফাসসির তাঁদের নিজস্ব বহু মত ব্যক্ত করেছেন। তবে সমস্ত মোফাসসির তাঁদের নিজস্ব বহু মত ব্যক্ত

২-এর পাতায় দেখুন

বিশেষ বার্তা

আত্মার আলোর প্রতিটি সংখ্যা ওয়েব সাইটে পাওয়া যায়।
পড়তে লগইন করুন :
www.kutubbaghdarbar.org.bd
ফেসবুক :
Kutubbagh Darbar Sharif

কিছু হক কথা

সাইফুল ইসলাম দীপক

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের সুবাদে কিছু মানুষের কমেন্ট বা মতামত দেখতে পাই খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান সম্পর্কে, আমার সীমিত জ্ঞানে সেইসব কমেন্টের রিপ্লাই করার চেষ্টা করি। সেইসব কমেন্টের আলোকেই আজকের এই লেখা। কিছু সংখ্যক মানুষ আছেন দূর থেকেই বিভিন্ন মনগড়া খারাপ মন্তব্য করে থাকেন, কাছে এসে দেখার প্রয়োজনও মনে করে না। তাঁদের কমেন্ট দেখলে মনে হয় কারো সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করাটাই যেন বাহাদুরী বা অতি জ্ঞানের পরিচয়! এমন একটা মন্তব্য হল, তিনি আরাম আয়েশে জীবন কাটান। কিন্তু আমিতো দেখলাম আমরা সাধারণ মানুষরা তাঁর চেয়ে অনেক বেশি আরাম-আয়েশে জীবন কাটাই। তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করছেন মানুষের কাছে আল্লাহ ও রাসুল (সঃ) এর সত্যবাণী পৌছানোর কাজে। যখন আমরা পরিবার-পরিজন নিয়ে ঘুরে-ফিরে অলস সময় অতিবাহিত করি, তিনি তখন ছুটে যাচ্ছেন দেশ-বিদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, এরমধ্যে এমন এলাকাও আছে যেখানে রাস্তাঘাট নাই, থাকার তেমন ব্যবস্থা নাই, অথচ তিনি দিনের পর দিন সেইসব এলাকায় সফর করছেন, আল্লাহভোলা মানুষদেরকে আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)এর সত্য তরিকার বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে। আবার কখনো পবিত্র কোরআন ও হাদিসের সত্য ব্যাখা-বিশ্লেষণ করে দিনের পর দিন কিতাব লিখছেন, যাতে করে কোরআন-হাদিসের সত্য বাণীর মর্মার্থ না জানা মানুষ আলোর পথ পায়। এরমধ্যে এমনও আছে যখন তিনি একটানা বারো ঘন্টারও অধিক সময় বসে লিখছেন, নাওয়া নাই, খাওয়া নাই লিখেই চলেছেন! যাঁরা খাজাবাবা কুতুববাগীর সঙ্গ করেছেন তাঁরাই জানেন আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি কিনা? আরেকটা মন্তব্য দেখি, তিনি নাকি ভণ্ড! ভণ্ড শব্দের অর্থ হল এমন ব্যক্তি যে, তিনি যা মুখে বলেন কিন্তু তিনি তা নিজে বিশ্বাস করেন না বা পালন করেন না। কিন্তু আমিতো দেখি খাজাবাবা কুতুববাগী তাঁর পবিত্র জবানে যা বলেন তা-ই করেন। এর কারণ কামেল মোকাম্মেল অলিআল্লাহদের জবান, আল্লাহর জবান হয়ে যায়, কামেল অলিআল্লাহর হাত, আল্লাহর হাত হয়ে

৩-এর পাতায় দেখুন

কু-রিপু দূর করতে কামেল মোকাম্মেল পীর ও মুর্শিদ দরকার

নাসির আহমেদ আল মোজাদ্দেদি

মানুষের অসুখ-বিসুখ হলে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। আরোগ্য করার মালিক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন; কিন্তু উছিলা হচ্ছেন ডাক্তার। ডাক্তারের কাছে না গেলে রোগ সারানো সম্ভব না। ঠিক তদ্রুপ দেহের রোগের মতো মানুষের অন্তরেও রোগব্যাধি বাসা বাঁধে। সে রোগ বাইরে থেকে দেখা যায় না। রোগের মধ্যে রয়েছে কাম-ক্রোধ, লোভ, হিংসা, কুখেয়াল-কুধ্যানের মতো ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তি। যাকে বলে নফসের রোগ। এসব রোগের চিকিৎসা ডাক্তার কবিরাজেরা করতে পারে না। চিকিৎসা নিতে হয় কামেল মুর্শিদ বা পীরের কাছ থেকে। সেই চিকিৎসা না নিলে রিপুর তাড়নায় মানুষ তার মনুষ্যত্বগুণ হারিয়ে পশু প্রবৃত্তিতে চলতে থাকে। যা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষের জন্য কাম্য হতে পারে না।

ব্যক্তিগতভাবে এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, প্রকৃত কামেল মুর্শেদ বা আধ্যাত্মিক গুরুর সান্নিধ্যে গেলে মানুষের অনেক কু-অভ্যাস দূর হয়ে যায়। কারণ যারা কামেল পীর বা মুর্শিদ, তারা নফস্ বা আত্মাকে সাধনার দ্বারা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন যে, তাদের অন্তরাত্মা সর্বদাই পাকসাফ। নফস তাদের কথায় চলে, তারা নফসের হুকুমে চলেন না। জেকের-আসকার করতে করতে তাদের আত্মা পুরিশুদ্ধ হয়ে যায়। তারা লোভ-হিংসা কাম-ক্রোধের মতো কুরিপু-সমূহকে এতটাই নিয়ন্ত্রিত করার শক্তি অর্জন করেছেন যে, তারা ইচ্ছে করলেই যে কোনো কুরিপুকে দমন করতে পারেন। নফস্কে তারা অধীনস্থ করে নিয়েছেন। অন্যদিকে যারা সাধারণ মানুষ তারা কোনো কুরিপুই দমন করতে পারেন না। ফলে তাদের আত্মা অন্ধকারে নিমজ্জিত। প্রতিনিয়ত তারা পাপকর্মে লিপ্ত হয়। কেননা নফস্ এর ইচ্ছায় তারা চলেন। নফস্কে তারা নিজেদের ইচ্ছার অধীন করতে পারেননি। ফলে পরিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী তারা হতে পারেননি। আর আত্মা যদি পরিশুদ্ধ না হয় তা হলে কোন ইবাদত-বন্দেগি কিছুই শুদ্ধ হবে না। নামাজে হুজুরি আসবে না। আল্লাহর সঙ্গে নামাজের ভেতর যে মোমিন লোকের মেরাজ বা সাক্ষাৎ ঘটে, সেটাও পরিশুদ্ধ আত্মা না হলে সাধারণ মানুষের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়। আত্মা শুদ্ধ হয় আল্লাহর ধ্যানে, জেকের-আসকারে।

তাই আমাদের মহান মুর্শেদ যুগশ্রেষ্ঠ হাদী আধ্যাত্মিক মহাসাধক খাজাবাবা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি কুতুববাগী কেবলাজান প্রথমেই আত্মশুদ্ধি আর দিল জিন্দা ও নামাজে হুজুরির ওপর গুরুত্ব দেন। আত্মশুদ্ধি না হলে পাক দিলের অধিকারী হওয়া যায় না। আর পাক দিল না হলে কোনো এবাদতও আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। তাই খাজাবাবা সব সময় বলেন মানবিক গুণাবলী অর্জনের কথা। তাঁর শিক্ষা হলো তরিকতের পথে চলতে প্রথমেই চাই অটল বিশ্বাস আর ভক্তি। বিশ্বাসী না হলে কী করে আল্লাহকে না দেখেই আল্লাহর অস্তিত্বে আমরা ঈমান এনেছি? ইসলামের

২-এর পাতায় দেখুন

মানব জীবনের কল্যাণ ও মুক্তির একমাত্র উপায় উসিলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেছেন। তবে সমস্ত মোফাসসিরের মতের সমন্বয় করতে গেলে একথাই দাঁড়ায় যে, 'উসিলা' সেই জিনিস যাতে আল্লাহতায়ালা সন্তুষ্ট হন বা যার সাহায্যে আল্লাহর নৈকট্য হাসেল করা যায়। আবার আল্লামা ইবনে কাসীরের ভাষায় বলা যায়, 'ইলমে কোরআনের ইমামগণ 'উসিলা' শব্দের অর্থে যা কিছু বলেছেন সে বিষয় তাফসীরকারদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। তবে সুরা মায়েদার উপরোক্ত বর্ণিত আয়াতের স্পষ্টত্ব ব্যক্ত করা হয়েছে- 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহকে পাওয়ার রাস্তায় 'উসিলা' অনুসরণ কর। এবং কঠোর রিয়াজত-সাধনা ও নফসের সাথে জিহাদ কর।'

এখানে আয়াত শরীফে 'উসিলা' শব্দ দ্বারা সেই বস্তুকে সাধনা বা জিহাদ বুঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে খোদ আল্লাহকে পাওয়া যায়। এই আয়াত শরীফ দ্বারা 'উসিলা' শব্দের অর্থ যে কোন মোফাসসির, যে অর্থই করুন না কেন আল্লাহতায়ালা স্বয়ং এখানে 'উসিলা' শব্দ দ্বারা তাঁকে পাওয়ার রাস্তা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন বা বুঝিয়েছেন। অতএব আমরা এ 'উসিলা' শব্দের অর্থ এমন মধ্যস্থতা বা অবলম্বন বলে উল্লেখ করতে পারি, যার সাহায্যে আল্লাহকে লাভ করা যায়।

কোরআন ও হাদিসের আলোকে ইবাদতে, প্রার্থনায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য এবং আল্লাহপ্রাপ্তী পথে 'উসিলা' বা মধ্যস্থতা অপরিহার্য্য এ কথা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হলো। তবে খোদ আল্লাহর সঙ্গে সরাসরিভাবে যোগ-সাজস বা মধ্যস্থতা করতে কোন্ রাস্তা বা অনুসরণীয় পথ, আমরা নিম্নে তার ধারাবাহিকভাবে যোগ করে তার একটা বর্ণনা দিয়ে দিলাম।

ফাতিহাতুল কিতাব বা উম্মুল কোরআনের আলোকে অর্থাৎ কোরআন শরীফের প্রথম সুরায় খেয়াল করলে দেখা যায়। কোরআন শরীফে প্রথম সূরা 'ফাতেহা' ৫, ৬ ও ৭ নং আয়াতে মহান আল্লাহতায়ালা বলেন, উচ্চারণ: 'ছিরা-ত্বাল মোস্তাকিম' অর্থ আমাদেরকে সহজ-সরল পথ দেখাও। মহান আল্লাহতায়ালা এখানে কোন সহজ-সরল পথের কথা বলতেছেন? পরবর্তী ৬নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন- উচ্চারণ: 'ছিরা-ত্বাল্লাজিনা আন আমতা আলাইহিম।' অর্থ : সেই সমস্ত মানুষের পথে যাদেরকে আমি আল্লাহ অনুগ্রহ বা নেয়ামত দান করিয়াছি। তারাই হলো, আল্লাহতায়ালার খাস বান্দা, সাদিকীন ব্যক্তি বা আউলিয়ায়ে কেরামগণ। সে সমস্ত লোকদের অনুসরণ করতে নিষেধ করে মহান আল্লাহতায়ালা ৭ নং আয়াতে বলেন, উচ্চারণ: 'গাইরিল মাগদুবী আলাইহিম ওয়ালা দ্বোয়াল-লীন।' অর্থ: ঐ সমস্ত মানুষের পথে নয়, যে সমস্ত মানুষ আমার (আল্লাহ) গজবে নিপতীত বা পথভ্রষ্ট হয়েছে। কোরআনের এই শক্ত দলিল থাকা সত্বেও যারা হুজ্জুতি করে, 'উসিলা' বা নায়েবে রাসুলকে মানতে চায় না আমি তাদের স্পষ্ট বলতে চাই, সুরা ফাতেহাকে নেছফুল কোরআন বলা হয়, সেই সুরার দ্বারাই স্পষ্ট দলিল দিলাম।

হে পাঠকগণ, সুরা ফাতেহার ৫, ৬ ও ৭ আয়াত সঠিকভাবে পর্যালোচনা করে দেখুন মহান আল্লাহতায়ালা মানুষ ধরার কথা বা 'উসিলা' ধরার কথা বলেছেন কি না?

তদুপরি তাঁর ঐ সকল নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তি কারা? তিনি তাঁদেরও সঠিক পরিচয় সুরা নিসার ৬৯ নং আয়াতে আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন– 'ওয়া মাই ইউত্বি' ইল্লাহা ওয়ার রাসূলা ফাউলা-ইকা মা'আল-লাযীনা আন'আমাল্লাহু আলাইহিম মিনান নাবিয়্যীন, ওয়াস্ সিদ্দীক্বীনা ওয়াস-শুহাদা-ই ওয়াস্ সালিহীন ওয়া হাসুনা উলাইকা রাফীক্বা।'

অর্থ: আর যে মহান আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করে, সে সব আল্লাহর মনোনীত নেয়ামতপ্রাপ্ত প্রিয়-বান্দা তাঁরাই, যাঁদের প্রতি মহান আল্লাহতায়ালা বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন-আম্বিয়া, সিদ্দিক, শোহাদা এবং সলেহীন অলি-আউলিয়াগণ। তাঁর (আল্লাহ) পাক দরবারের মকবুল বান্দাদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর আম্বিয়া বা নবীগণের; তৎপর সিদ্দিক এবং সলেহীনদের, আম্বিয়াগণ উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্তবা ও মর্যাদার অধিকারী, শরীয়ত এবং রূহানী কামালিয়াত যাঁদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। সহজ কথায় যাঁদের আউলিয়া বা আল্লাহর প্রিয় পাত্র বলা হয়। এ ছাড়া যাঁরা মহান আল্লাহ ও রাসুলের (সঃ) আদেশে স্বীয় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন তাঁরা হলেন শহীদ। (আল্লাহর পরিভাষায় শহীদগণের মৃত্যু নেই বরং তাঁরা চিরঞ্জীব- (তাফসীরে আলী হাসান)।

এখানে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তবে কি মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর নাজিলকৃত কিতাব আল-কোরআন এবং রাসুলের হাদিসকে বাদ দিয়ে শুধু আল্লাহর নেয়ামত প্রাপ্তদের রাস্তাতেই লোকদেরকে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন? উত্তরে বলবার আছে, মহান আল্লাহ তাঁর মহিমান্বিত কিতাবের প্রথম সুরা ফাতিহাতুল কিতাবের ৬ষ্ঠ আয়াতে আমাদেরকে যাঁদের অনুসরণ করে চলার নির্দেশ দিয়েছেন, উপরে ঠিক তারই তরজমা করা হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আল্লাহর কিতাব এবং রাসুলের হাদিস সমূহকে বাদ দিয়ে আমাদেরকে চলতে হবে। আমাদের তথা সাধারণ লোকদের জন্য মহান আল্লাহ ও রাসুলের তাৎপর্য বুঝে চলা কষ্টসাধ্য বিধায় মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রেরিত খলিফা বা প্রতিনিধিদের নির্দেশিত রাস্তায় আমাদের চলার জন্য উক্ত আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। যাঁদের তিনি তাঁর বিশিষ্ট সিফাতসমূহের কিছু অংশ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ সকল বিশিষ্ট বান্দাগণ তাঁদের সারাজীবনের ত্যাগ তিতিক্ষা, সাধনা বা শোগল আশাগোলের বিনিময়ে আল্লাহর এবং রাসুলের কিতাবসমূহে বর্ণিত এবং উল্লেখিত অন্তর্নিহিত তাৎপর্যসমূহ ঐশী প্রভাবে উত্তমরূপে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন। অতএব এখানে সমালোচনার অবকাশ থাকে না যে, বান্দাদের রাস্তাতেই চলার অর্থ আল্লাহর কিতাব তথা স্বয়ং আল্লাহর রাস্তাতেই চলা। এতে কোনো সন্দেহ বা সমালোচনার প্রশ্নই উঠে না। এতে সহজেই প্রমাণ হয়, আল্লাহর সন্তুষ্টির রাস্তায় চলতে হলে, 'সিরাত্বল মুস্তাকিমে' চলতে হলে তাঁর নেয়ামতপ্রাপ্ত অলি-আউলিয়াল্লাহদের অনুসরণ, মহব্বত ও পায়রবী অবশ্যই করতে হবে। এবং শরীয়ত ও রুহানী কামালিয়াতে পরিপূর্ণ মহা-মানবগণই হচ্ছেন মহান আল্লাহপ্রাপ্তির সরল পথের 'উসিলা' স্বরূপ, এবং স্বয়ং মহান আল্লাহতায়ালা কর্তৃক এ 'উসিলা' আবলম্বনের সুপষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অত্র পুস্তকের দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে ফাতিহাতুল কিতাবের পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও আল্লাহর নির্দেশের প্রতি বিস্তারিত করা হয়েছে। আসমান ও জমিনের যে দিকে তাকাও সমগ্র সৃষ্টি জগত ও কূলকায়েনাতের মালিক মহান আল্লাহতায়ালা। তিনি রক্ষাকর্তা-পালনকর্তা-লালনকর্তা ধ্বংস এবং নিয়ন্ত্রণকর্তা সর্ব জায়গায় বিরাজমান। মানুষ সৃষ্টির পর হতে, সৃষ্টি জগতের কোনো সাধারণ মানুষ হুজুর (সঃ) ব্যতীত আজ পর্যন্ত কেউ তাঁকে চর্মচোখে দর্শন করেনি। অথচ অনাদিকাল হতে তিনি ছিলেন, আছেন, থাকবেন। তাঁর কোন লয় নেই, ক্ষয় নেই, নেই ধ্বংস। তিনি চিরস্থায়ী হাইউল কাইয়ুম! সেই মহান সত্ত্বা মহান আল্লাহতায়ালা নিজেকে প্রকাশ করার জন্য ফেরেশ্তাদের সম্মুখে ঘোষণা করলেন– উচ্চারণ : 'ওয়া ইয্ ক্বালা রাববুকা লিল মালা-ই কাতি ইন্নি জ্বা-ইলুন ফিল আরদ্বি খালীফা।'

অর্থ : স্মরণ কর, যখন মহান প্রতিপালক ফেরেশ্তাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করবো। (সূরা বাকার, ৩০ আয়াত)

উচ্চারণ: 'ওয়া ইয ক্বা-লা রাব্বুকা লিল মালা-ই কাতি ইন্নি জ্বা-ইলুন ফিল আরদ্বি খালীফাহ।'

অর্থ : মহান আল্লাহ তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধিকে (আদমকে) এত উচ্চ সম্মান দিলেন যে, তা অতুলনীয়।' তিনি এ মর্মে পুনরায় ঘোষণা করলেন, উচ্চারণ: 'ওয়া ইয কুলনা লিল মালা-ইকাতিস জুদু লি-আদামা ফাছাজাদু ইল্লা ইব্লীস।

'হে ফেরেশ্তাগণ, তোমরা আদমকে সেজদা কর।' (সুরা বাকারা, ৩৪ আয়াত)

অর্থাৎ নূরের তৈরী ফেরেশতাগণ কর্তৃক মাটির তৈরী আদমকে সেজদা করানো হলো। এ সমস্ত ফেরেশ্তাকুলের মধ্যে ফেরেশতা শ্রেষ্ঠ জিব্রাঈল, মিকাঈল, আজরাঈল ও ইস্রাফীলও আওতাভূক্ত ছিলেন।

হাদিসে-কুদসীতে মহান আল্লাহতায়ালা আরও ঘোষণা করেন- 'কুনতু কানজান মুখফিয়ান ফা আহবাবতু আন্না আরাফ্যাফা খালাকতুল খালকা লা আরাফা।'

অর্থ: আমি এক নিহিত ধনাগার ছিলাম, নিজেকে প্রকাশ-বিকাশ করার জন্য আদম-হাওয়াকে আমি ভালোবেসে প্রকাশিত হলাম এবং আমি মহান আল্লাহ জানার জন্য বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করলাম।'

মহান আল্লাহতায়ালা নিজেকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বিশ্বজগত সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর সৃষ্টির রহস্যের 'উসিলা' ছিল সৃষ্টির প্রতি তাঁর প্রেম বা ভালোবাসা। মহান আল্লাহতায়ালা সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী যে, শুধুমাত্র কুন শব্দ দ্বারা সৃষ্টি জগত তৈরী করলেন। কোরআন শরীফের অন্যত্র সুরা ইউনুসের ৩ আয়াতে বলেছেন, উচ্চারণ: 'ইন্না রাব্বাকুমুল্লা-হু ল্লাযী খালাক্বাস সামা ওয়াতি ওয়াল আরদা ফী সিত্তাতি আই য়্যামীন ছুম্মাস্তাওয়া আলাল আরশি ইউদাবিরুল আমর-মা মিন শাফিয়ীন ইল্লা মিম বা'দি ইযান-ই যালিকুমুল্লাহু রাব্বাকুম ফা'বুদুহু আফালা তাযাক্কারুন।' তিনি (আল্লাহ) ঘোষণা করনে যে, ছয় দিবসে বিশ্বজগত (আসমান, জমিন, আরশ, কুরশী, লওহ, বেহেশত, দোযখ প্রভৃতি) সৃষ্টি করলেন। ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর কোনো খলিফা বা প্রতিনিধি ব্যতীত নিজেই নিজেকে প্রচার ও প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে আদম (আঃ) হতে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ পয়গম্বর বা প্রতিনিধি প্রয়োজন মত যুগে যুগে তিনি পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং তাঁদের সঙ্গে জিব্রাঈল (আঃ)-এর মধ্যস্থতায় (উসিলা) ওহী মারফত কথা-বার্তা, কালাম বিনিময় করতেন, আদেশ ও উপদেশ দিতেন। কিন্তু তিনি সরাসরি মানুষকে উপদেশ দেয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান। যেমন মুসা (আঃ)-এর সঙ্গে তুর পাহাড়ে তিনি সরাসরি আলাপ করেছেন। যে আলাপ সমূহের সমষ্টি তাওরাত কিতাব। শেষ জামানায় তাঁর শ্রেষ্ঠতম বন্ধু সারওয়ারে দো'আলম হুজুর (সঃ) এর সঙ্গে পৃথিবীতে এবং মেরাজ শরীফে 'ওহীমাতুল' ও 'ওহী গায়র মাতলু' মারফত জিব্রাঈলের মধ্যস্থতায় এবং সরাসরি নিজে তাঁর হাবীবের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ কালাম বিনিময় করেছেন।

যুগ যুগ ব্যাপী লক্ষ লক্ষ পয়গাম্বর এবং রাসুল মারফত তিনি যে অসংখ্য কালাম, আদেশ, উপদেশ, দিক নির্দেশনা ও নিষেধ প্রদান করেছেন, তার সমস্তই মানুষ এবং জ্বীন জাতের জন্য মুক্তি ও হেদায়েতের উদ্দেশ্যেই করেছেন। কিন্তু কেন? তাঁর তো ক্ষমতার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। তিনি অসীম ও অনন্ত। ইচ্ছা করলে প্রকাশ্যে বা গোপনে, স্বশরীরে বা অদৃশ্যভাবে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন কওমে ও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে তিনি স্বয়ং তাঁকে প্রকাশ ও প্রচার করতে পারতেন। তাঁর অসীম মহিমাও ব্যক্ত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। আল্লাহর বিশ্বাসী কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে, তিনি উপরোক্ত ক্ষমতা-সমূহের অধিকারী নন। তিনি সর্বশক্তির অধিকারী একথা চরম এবং পরম সত্য। বস্তুত: তাঁর অভিপ্রায় তিনি সুরা বাকারার ৩০ নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই খলিফা বা প্রতিনিধির মাধ্যমে বা 'উসিলা'য় তিনি তাঁকে, তাঁর মহান ও অসীম অস্তিত্ব পৃথিবীর বুকে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মহান আল্লাহতায়ালা ভালোবেসে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। হাদিসে কুদসীতে আছে- 'আল্ইনসানো সিররি ওয়া আনা সিররুহু।' অর্থাৎ, মানবজাতি আমার গুপ্তভেদ এবং আমি মানুষের গুপ্তভেদ।'

মহান আল্লাহতায়ালা ঘোষিত এ খেলাফতের ব্যাপারে যেখানে খোদ মালিক (মহান আল্লাহ) জড় চক্ষুর অন্তরালে, সেখানেই সে মহান সত্ত্বার খলিফা বা প্রতিনিধির প্রয়োজন; যেহেতু আল্লাহর মহিমান্বিত খলিফাগণের মধ্যস্থতায় বা 'উসিলা'য় আল্লাহর বাণী মানুষ এবং জ্বীন জাতির কাছে পৌছে দিতে হবে। আল্লাহর সঙ্গে তাঁর সেই খাছ প্রতিনিধিগণের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। ওহী তদুপরি জিব্রাঈলের মধ্যস্থতায় আল্লাহর সেই মহান খলিফাদের যোগাযোগ হয়ে আসছে। হুজুর (সঃ)-এর পর আর কোনো নবী আসবেন না। তবে নবী করিম (সঃ) এরশাদ করেন, হক্কানী আলেমগণ নবীগণের প্রতিনিধি। হুজুর (সঃ) অন্যত্র ফরমান- 'আমার উম্মতগণের মধ্যে হক্কানী আলেমগণ বনী ইসরাইলের নবীগণের সমতুল্য। ওয়ারাসাতুল আম্বিয়াগণ শরীয়ত ও মারেফতের এলেম ব্যতিরেকে হক্কানী আলেম হতে পারবেন না।

মহান আল্লাহতায়ালার রাসুল (সঃ)-এর বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয়, মহান আল্লাহ ঘোষিত খেলাফতি বা প্রতিনিধিত্ব কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। এখন প্রশ্ন সত্যিকারের আলেম কারা? সব আলেমই তো মহান আল্লাহতায়ালা এবং নবীর প্রতিনিধি হতে পারেন না। কেননা শয়তান অপেক্ষা বড় আলেম সাধারণ আলেমদের মধ্যে কেউ নেই। মহান আল্লাহতায়ালার রাসুল (সঃ) মনোনীত আলেমের ব্যাপারে হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ), হযরত গাউসুল আযম (রঃ) ও পৃথিবীর প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছগণ রায় দিয়েছেন, যে সমস্ত আলেম উম্মি নবীর ইল্মে রাসেখ বা নবীর ওয়ারেছ তথা আল্লাহর খলিফা। এল্হাম, কাশ্ফ ও রুইয়ায়ে সাদেকা মারফত মহান আল্লাহতায়ালা এবং নবী (সঃ)-এর সঙ্গে প্রয়োজনমত তাঁদের আত্মিক যোগাযোগ হয়ে থাকে এবং সেভাবে তাঁরা পথভ্রষ্ট মানুষকে হেদায়েত ও পরিচালিত করেন।

তাহলে দেখা গেলো মহান আল্লাহতায়ালা সর্ব ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মহান সত্ত্বা অসীম ক্ষমতা, অসীম মমতা, দয়া এবং ক্ষমার আদর্শ ও উৎস প্রভৃতি সিফাতসমূহ (গুণরাজী) তাঁর মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যম বা 'উসিলা'য় প্রকাশ করার অধিক আগ্রহী এবং সে প্রতিনিধিগণ হলেন আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। মহান আল্লাহতায়ালা স্বয়ং স্রষ্ঠা হয়েও তাঁর প্রকাশ ও বিকাশের উদ্দেশ্যে বেছে নিলেন মাধ্যম বা 'উসিলা'। (চলমান)

কু-রিপু দূর করতে কামেল মোকাম্মেল পীর ও মুর্শিদ দরকার

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রথম শর্ত ঈমান। ঈমান বা বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে চাই ভক্তি। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের প্রতি ভক্তি, আখেরী নবীর খলিফা যারা কামেল পীর বা মুর্শেদ তাদের প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও ভক্তি। কথায় বলে ভক্তিতেই মুক্তি। সেই বিশ্বাস ও ভক্তির পরেই খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান আত্মশুদ্ধির কথা বলেন। বিশ্বাস আর ভক্তি থাকলে শরীয়ত এর সকল হুকুম আহকাম পালনের পথ সহজ হয়ে যায়। একই সঙ্গে ভক্তির দ্বারা মানব স্বভাবে আসে বিনয় ও ভদ্রতা। দূর হয়ে যায় অহংকার - যা মানুষের সকল সদগুণ নষ্ট করে দেয়। অহমিকা থেকে বেয়াদবি থেকে মানুষ সহজে মুক্তিলাভ করতে পারে আদব আর বিনয়ের মাধ্যমে।

সুফিবাদের শিক্ষাই হচ্ছে এই যে, পরিশুদ্ধ দিল বা আত্মা নিয়ে জেকের-আসকারের মধ্য দিয়ে খাঁটি মানুষ হওয়া, মানবপ্রেমী হওয়া। সে কারণে খাজাবাবা কুতুববাগী সব সময় বলেন মানব সেবাই পরম ধর্ম। মানুষকে সেবা করলে, ভালোবাসলেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খুশি হন। আল্লাহকে রাজি-খুশি করতে হলে মানুষের সেবা করতে হবে। অহংকার ছাড়তে হবে। অন্যের দোষ তালাশ না করে নিজের দোষত্রুটি তালাশ করতে হবে। বিনয়-ভদ্রতা-নম্রতা অর্জন এবং সকল কুরিপু থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হলে কামেল পীরের দীক্ষা অনিবার্য। সেজন্য শুদ্ধ মানুষ বা প্রকৃত কামেল মুর্শেদের কাছে যেতেই হবে।

অনেকে বলেন, 'পীর তো কোরানে নেই'। পীর কোরানে থাকবে কেন, পীর তো ফার্সি শব্দ। আরবিতে যা মুর্শেদ। কোরানের বহু সূরায় মুর্শেদ শব্দটি রয়েছে। উছিলা অন্বেষণের কথা রয়েছে।

পবিত্র কোরানে সুরা মায়েদার রুকু ৬, আয়াত ৩৫ এ দেখুন, সেখানে যা বলা হয়েছে তার অর্থ 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, এবং আল্লাহকে পাওয়ার রাস্তায় উছিলা অন্বেষণ বা তালাশ করো, নফসের সাথে জেহাদ করো...আমার পথে মেহনত কর, আমি তোমাকে সফলকাম করবো।'

অন্যদিকে সুরা নিসার ৬৯ নং আয়াতেও এর স্বাক্ষ্য রয়েছে।

অথচ এ কালে আমরা দেখি নফস বা খায়েশের বিরুদ্ধে জেহাদ না করে একদল মুসলমান ফেৎনা-ফ্যাসাদ করছে, খুনাখনি হানাহানি আর রক্তপাতকেই জেহাদ বলে মনে করছে। কী ভ্রান্ত ধারণা।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। মানবতার ধর্ম। ইসলামের যেই মানবিকতা আর শান্তির পথ সুফিবাদেই নিহিত। তাই খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলা মানুষের দ্বারে দ্বারে সুফিবাদের শান্তির বাণী পৌছে দেবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। সমগ্র বাংলাদেশ ছাড়িয়ে তিনি আজ বিশ্বের দেশে দেশে মানবসেবা আর মানবতার বাণী রাসুলপাকের সত্য তরিকার বাণী পৌছে দেওয়ার জন্য ছুটে চলেছেন।

যারা উছিলা বা নায়েবে রাসুলদের অস্বীকার করেন তারা আসলে কোরান-হাসিসের সত্যকেই অস্বীকার করছেন। তারা সুরা ফাতেহার মর্মবাণীও উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহেওয়াসসালাম এর ওফাতের পর কারবালা থেকে যে এজিদি ইসলাম আর হোসাইনি ইসলামের বিভক্তি মূলত সেই ধারাই আজো চলমান। যে কারণে অনেকেই ইসলামি লেবাস পরেও ইসলামের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত। তারা হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে কুলকায়নাতের নবী বা মহামানব বলে স্বীকার করেন না। আল্লাহর প্রিয়বন্ধু রাসুলকে দাঁড়িয়ে কেয়াম করে শ্রদ্ধা জানাতে নারাজ। এলমে তাসাউফ বা সুফিবাদে তারা বিশ্বাস করতে চায় না। মোরাকাবা মোশায়েদা মানেন না। অথচ ইসলাম, রোজা-নামাজ-সবই এসেছে মোরাকাবা বা ধ্যানের মাধ্যমে, এমনকি পবিত্র কোরানও। আল্লাহ আমাদের সত্য তরিকা বোঝার তৌফিক দিন। আমিন।

খুঁজি মুক্তির দিশা

শেষ পৃষ্ঠার পর

আত্মঘাতী কথাকে কেউ কেউ বিশ্বাসও করেন। লা-মাযহাব নামে তথাকথিত একটি দল আছে তাদের কথাবার্তায় জাহান্নামের তাপ পাওয়া যায়, আবার তাদের সঙ্গে তাল মেলানো আরো একটি দল ওহাবী-নজদীরা উভয়ে সমগোত্রের অনুসারি। এদের মধ্যে কোমলতা নেই, শুধু উগ্রতা, কঠোরতা আর জাহান্নামী প্রভাব বিস্তারের কূট-ষড়যন্ত্র।

আমাদের জানা দরকার যে, প্রধান ছয়টি মাযাহাবের অর্ন্তভুক্ত চারটি তরিকাই প্রসিদ্ধ তরিকা, যে তরিকাগুলোতে হক্কানী পীর-মুর্শিদী-মুরিদী (আশেক-মাশুক) প্রথা চলমান এবং এ ধারা আল্লাহর আদেশে অব্যহত থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত। কিন্তু লা-মাযহাবীরা এ প্রথাকে অস্বীকার করে নিজস্ব মনগড়া মতবাদ ধর্মভীরু মুসলমানদের কাছে প্রচার করছেন, যা একেবারেই কোরআন-হাদিসের বিরুদ্ধাচারণ। কোরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে কামেলপীর-মুর্শিদগণ ইসলামের সত্য তরিকার যে বাণী মানুষের দ্বারে দ্বারে, কানে কানে পৌঁছে দিতে আল্লাহতায়ালার কাছে ওয়াদাবদ্ধ সে বিষয়টিই তারা মানতে নারাজ। তারা মনে করেন কারবালায় হযরত হোসাইন (আঃ)কে নির্মমভাবে হত্যার মধ্যদিয়ে তারাই বুঝি ইসলামের খেদমত করছেন! অতএব তারা যা বলবেন মুসলমানদের তা-ই বিশ্বাস করতে হবে। আসলে ওইসব মুশরিক কাফেররা জানতেন না যে, হযরত হোসাইন (আঃ) বেঈমান মুনাফিক ইয়াজিদ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে নামার আগেই তাঁর শিশুপুত্র হযরত জয়নুল আবেদীনের সিনাকে নিজের সিনা মোবারকের সঙ্গে চেপে ধরে, এলমে তাসাউফের অমূল জ্ঞান ভাণ্ডার প্রবেশ করিয়ে, দুনিয়ার মানুষকে হেদায়েতের জন্য গচ্ছিত রেখে গেছেন। যে জ্ঞান পৃথিবীর কোনো বই-কিতাবে নেই। অথচ আল্লাহর খাস আধ্যাত্মিক এ জ্ঞানকে বাতিলপন্থিরা বিশ্বাস করতে চান না। এক সময়ের মওদুদী, খারেজী দলের অর্ন্তভূক্তরাই আজ ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করছেন 'লা-মাযহাব' নাম নিয়ে এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ওহাবী গোষ্ঠী। জানতে ইচ্ছা হয় এরা কেমন মুসলমান? কিংবা কেমন মুসলমান ছিলেন মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদ?

আমরা প্রসঙ্গক্রমে এমন বলে থাকি, এটা না দেখে বিশ্বাস করি না বা ওটা না শুনে বলতে পারি না ইত্যাদি। যদি এমনই হয় যে, বিশ্বাস শুধু দেখা বা বাস্তব জিনিসের প্রতি তাহলে অদেখা বস্তুর প্রতি বিশ্বাস কীভাবে হবে? বিশ্বাসও এক অদেখা বস্তু। প্রতিনিয়ত বাতাস বইছে কিন্তু বাতাসকে আমরা দেখতে পাই? পাই না, শুধু অনুভব করতে পারি। আর অদেখাকে যতই বলি অবাস্তব আবার তা-ই যখন বাস্তব রূপে প্রতিয়মান হয় তখন লজ্জা পেতে হয় কি না? সত্য যেমন লুকানো যায় না, ইসলাম ধর্মে তাসাউফ, সূফীবাদ বা আধ্যাত্মবাদ এমনই একটি অর্ন্তনিহিত সত্য অধ্যায়ের নাম যা দেখা যায় না, অনুভবের শক্তি দিয়ে বুঝতে হয়। তাই তো মরমী কবি সাধকগণ বলেন, '...সবে মাত্র একটি খুঁটি/ খুঁটির গোড়ায় নাই কো মাটি/ কিসে ঘর রবে খাঁটি? ঝড়-তুফান এলে পরে...!' এ খুঁটি হলো 'ঈমান' যার গোড়ায় মাটি বা ঢালাই নেই, শূন্যে হাওয়ায় অস্তিত্বহীন উড়ছে তাকে অস্তিত্ববান করা কি এতই সহজ? মোটেও না। এই অস্তিত্বহীন ঈমানকে যারা বিশ্বাসের জোরে অস্তিত্ববান করতে পেরেছেন কেবল তাদের ঈমানই শক্ত ও সামর্থবান তখন তাতে শত ঝড়-তুফানের আঘাত লাগলেও ভেঙে পড়ে না। ঈমানকে মজবুত করতে হলে আল কোরআনের হুকুম মতে প্রত্যেক নারী-পুরুষকে কামেল পীরওমুর্শিদের কাছে দীক্ষা নিতে হবে। কেননা নিজেকে না চিনলে অদেখা বস্তু বা ব্যক্তিকে চেনা যায় না। মৌখিক আলাপের মাধ্যমে সামান্য জানা-শোনা হলেও বিস্তারিত চেনাজানা কখনোই সম্ভব না। অন্যকে জানতে হলে আগে নিজেকে জানতে হয় তাই যারা রাসুল (সঃ)কে দেখিনি তাঁর বাণীকে মাথায় রেখে ইসলামের গভীর তত্ব ও তথ্য সূফীবাদ তথা এলমে তাসাউফের আদর্শের পথে যাঁরা চলছি মৃত্যুকালে তাদের কোনো ভয় নেই।

সারাপৃথিবীর কোটি আশেক-জাকেরের প্রাণাধিক প্রিয় পীরওমুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী পীর কেবলাজান বলে থাকেন, শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফত এ চারটি বিষয় নিয়ে গঠিত ধর্ম হলো প্রকৃত ইসলাম। যারা বলেন, ইসলাম ধর্মে সূফীবাদ নেই, তারা যতই নামাজ নামাজ করুন না কেন, নামাজে তাদের লক্ষ্য ঠিক থাকতেই পারে না। থাকার কথাও না, নামাজে দাঁড়ালেই শয়তান এসে রাজ্যের হাবিজাবি কথা তাদের মনে করিয়ে মনকে এদিক সেদিক নিয়ে যায়, আর এটাই শয়তানের কাজ। কিন্তু আমাদের কাজ নড়বড়ে মনকে শক্ত করে কলবের মধ্যে খেয়াল (ধ্যানস্থ) স্থাপন করে নামাজ আদায় করা, তবেই শয়তানের 'ওয়াছ ওয়াছা' থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। সূফীবাদের শিক্ষা-দীক্ষা বা ধ্যানজ্ঞান ছাড়া নামাজে এ ধরণের একাগ্রতা অর্জন করা অসম্ভব।

আমরা নানান পথে, নানান মতে খুঁজে ফিরি এক আল্লাহর দীদার। হাকীকি প্রেমের মধ্য দিয়ে আল্লাহর সন্ধান মেলে। আল্লাহকে বিজ্ঞান আর শরিয়তের অজস্র জ্ঞান ভাণ্ডার দ্বারা খুঁজলে পাওয়া যাবে না। খাজাবাবা কুতুববাগী পীর-কেবলাজান বলেন– 'যেখানে বিজ্ঞানের শেষ সেখান থেকে এলমে লাদুন্না বা আধ্যাত্মিকতার জ্ঞান শুরু।' বস্তুগত বিজ্ঞানের সঙ্গে সূফীবাদের ব্যবধান: বিজ্ঞান শুধু বস্তুবাদে বিশ্বাস করে, আর সূফীরা আত্মিক সাধনার শক্তিতে পরমাত্মার অবস্থান নির্ধারণ করে আনন্দের সঙ্গে স্রষ্টার স্বর্গীয় সুঘ্রাণ অনুভব করেন। সেখানে বস্তু বা বাস্তবিকতার তর্ক অবান্তর। এ লেখা পড়ে কেউ নিজ নিজ নফসকে পরিশুদ্ধ করার তাগিত অনুভব করেন তবে রাসুল (সঃ)-এর সত্য তরিকার অন্যতম শিক্ষা ও দীক্ষালয় কুতুববাগ দরবার শরীফে আসুন। তরিকা ভালো না এ কথা ভেবে ভেবে আর কত সময় অপচয় করবেন? সময় থাকতে কামেল পীরের 'উসিলা' নিয়ে আপন পথ খুঁজে নিন। বিনয়ের সাথে আরেকটি কথা বলি, অদেখা, অচেনা, অজানা কোনো ব্যক্তি 'উসিলা' হতে পারেন না, সরাসরি দেখা বা চেনা-জানা ব্যক্তিই 'উসিলা' হতে পারেন। শেষে কথা হলো বিনা উসিলায় কারো মুক্তির কোনো উপায় নেই।

কিছু হক কথা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যায়, কামেল অলিআল্লাহর কান, আল্লাহর কান হয়ে যায়, কামেল অলিআল্লাহর পা, আল্লাহর পা হয়ে যায়, এ কথা আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে বলেছেন। খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান তাঁর সকল বাণীর স্বপক্ষে অসংখ্য দলিল দিয়ে অনেক কিতাব প্রকাশ করেছেন। আজ পর্যন্ত একজন মানুষও এইসব কিতাবের দলিল খণ্ডন করতে পারে নাই। আমি এও দেখেছি যে, নবীজির সুন্নত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তিনি পালন করেন। কেউ যদি সত্যি ভাণ করেন তাহলে কখনো না কখনো তা ধরা পড়েই যাবে। খাজাবাবা কুতুববাগীর সান্নিধ্যে অনেক মানুষ আসেন, কেউ কি প্রমাণ দিতে পারবেন তাঁর ভেতরে রাসুল (সঃ)এর সুন্নতের খেলাপ কিছু আছে? নবীজিকে আমরা দেখিনাই সত্য, কিন্তু খাজাবাবা কুতুববাগীর সান্নিধ্যে আসলে, নবীজির সান্নিধ্য পাওয়ার অনুভূতি হয় সে কথা যাঁরা খাজাবাবা কুতুববাগীর সান্নিধ্যে এসেছেন এবং তাঁকে ভালোবেসেছেন শুধু তাঁরাই জানেন। নবী (সঃ) এর এই সকল বৈশিষ্ট্য সবার মধ্যে হবে না। যিনি নবীপাক (সঃ)কে মনেপ্রাণে ধারণ করেছেন শুধু তাঁর মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য থাকবে। তথাকথিত আলেম অনেক আছে, তাঁরা মুখেমুখে অনেক হাদিস আওরাতে পারেন, কিন্তু আমল আখলাকে নবীর (সঃ)-এর সুন্নতের কিছুই নাই। যদি থাকত তাহলে তারা ভণ্ড বলে গীবত করে বেড়াতেন না এবং সাধারণ মানুষদেরকেও উস্কানি দিয়ে গোমরাহীর পথে নিতেন না।

আরেকটা কথা মানুষের মুখে শোনা যায় যে, তিনি বিরাট অট্টালিকা নিয়ে বসবাস করেন। কথা হল, এই যে বিশাল অট্টালিকা তা কি তিনি নিজের ভোগের জন্য ব্যবহার করেন? না, মোটেও তা করেন না। তাহলে কী করেন? আসুন দেখি কি কি আছে এই অট্টালিকায় অর্থাৎ কুতুববাগ দরবার শরীফের দশতলা ভবনে, এখানে আছে নিচতলায় লাইব্রেরি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় মসজিদ, চতুর্থ তলায় আলেম ওলামাসহ খাদেমদের থাকার ব্যবস্থা ও দপ্তর, পঞ্চম তলায় মেহমানদের থাকার ব্যবস্থা, ষষ্ঠ ও অষ্টম তলায় জাকের বোনদের ওয়াজ শোনার ব্যবস্থা। সপ্তম তলায় মোজাদ্দেদিয়া লঙ্গরখানা। নবম তলায় কেবলাজানের বাসভবন এবং দশম তলায় হুজরাখানা যেখানে বসে তিনি আশেকান ও জাকেরানদের সাথে সাক্ষাত দিয়ে থাকেন, এই হলো পুরো দশতলা ভবনের বিবরণ। এখন আপনারাই বলুন, আলিশান এই ভবনে কি তিনি একাই থাকেন? যা-ই হোক, এবার মোজাদ্দেদিয়া লঙ্গলখানার কথা কিছু বলি, এই লঙ্গরের তাবারক খেতে কারো কোনো টাকাপয়সা দিতে হয় না। প্রায় চব্বিশ ঘন্টা এই লঙ্গরখানা খোলা থাকে, যাঁরা এই লঙ্গরের তাবারক খেয়েছেন তাঁরাই বলতে পারবেন আমার কথা সত্য নাকি মিথ্যা? এই দেশে কয়জন ধনবান আছেন যাঁরা সারাবছর এইভাবে বিনামূল্যে খাবার খাওয়ান? তবে হ্যাঁ, অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এত খাবারের যোগান কোত্থেকে আসে? তাঁদের সন্দেহ দূর করার জন্য বলছি, এ লঙ্গরখানায় কিছু মানুষ দান করছেন আর কেবলাজান সেই দান অসংখ্য মানুষের সেবায় বিতরণ করছেন। টাকার প্রতি তাঁর কোনো লোভ বা মোহ কখনো আমি দেখিনাই। যাঁরা হক্কানী অলিআল্লাহ ধন-সম্পদের প্রতি তাঁদের লোভ বা মোহ থাকে না। কারণ যাঁরা আল্লাহর রঙে রঙিন হয়ে গেছেন তাঁদের কাছে এ দুনিয়াদারী অতিতুচ্ছ। কিছু মানুষের এইসব কথা বিশ্বাস হবে না, কারণ আমরা নিজেরা যেমন অন্যকে তেমনই মনে করি। আর এ কথাও সত্যি যে, সকল জমানায় এমন কিছু লোক থাকবে যাঁদের কাছে সত্য ভালো লাগবে না। নবীপাক (সঃ)এর জমানায়ও ছিলেন আবু জাহেল, আবু লাহাবদের মতো অনেক কট্টরপন্থি গোরা বা গাফেল লোকজন। এরকম জাহেলরা এখনো আছে। আরো আছে আব্দুলওহাব নজদীর দল, তাঁরা মানুষকে এমন বিভ্রান্তির দিকে নিতে গিয়ে বলে থাকেন, আল্লাহকে সরাসরি পাওয়া যায়, আর নবী একজন সাধারণ মানুষ (নাউজুবিল্লাহ)। অথচ যেখানে আল্লাহপাক স্বয়ং নবীপাকের (সঃ) ওপর দরূদ ও সালামের মজলিশ করেন, এবং আল্লাহপাক ঘোষণা করেন যে, 'রাসুল (সঃ) কারো জন্য সুপারিশ করলে আমি আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবো।' কিন্তু এইসব ওহাবী পন্থীদের প্রশ্ন করি, আপনি বা আমি গুনা মাফের জন্য সুপারিশ করলে কি গোনাহ মাফ হবে? এমন অঙ্গীকার আল্লাহ করেছেন কি? কিংবা আপনার বা আমার নামে আল্লাহপাক দরূদ শরীফের মজলিশ করেন কি? এক কথায় উত্তর, করেন না। যদি না-ই করেন তাহলে নবী (সঃ) আপনার বা আমার মতো সাধারণ মানুষ হলেন কীভাবে? আল্লাহপাক বলেছেন, 'আমি যাকে সম্মান দান করেছি তোমরাও (সাধারণ) তাকে সম্মান কর।' এখন আপনারাই বলুন, জমানায় রাসুল (সঃ)-এর চেয়ে সম্মানী ব্যক্তিত্ব আল্লাহর সৃষ্টি জগতে আর কে আছেন? তাহলে যাঁরা রাসুল (সঃ)কে অশ্রদ্ধা করে তাঁরা কীভাবে আশা করেন যে, আপনারা সরাসরি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবেন? আমার জ্ঞানে বলে তা কোনোদিনও সম্ভব না।

এখন কথা হলো, যাঁরা নবীজি (সঃ)কে সম্মান করতে পারেন না, তাঁরা কী করে কামেল-মোকাম্মেল অলিআল্লাহ বা নায়েবে রাসুলগণকে সম্মান করবেন? কিন্তু যাঁদের অন্তরে রাসুল (সঃ)-এর জন্য প্রেমের আগুন আছে, তাঁরা হক্কানী অলিআল্লাহগণের মধ্যে রাসুল (সঃ)-এর ছায়া দেখতে পান এবং তাঁদের প্রতি মহব্বত অনুভব করেন। যেমন রাসুল (সঃ)-এর যুগে অনেক বড়-বড় কাফের রাসুল (সঃ)-এর চেহারা মোবারক দেখেই তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। যেমন হযরত ওমর (রাঃ) রাসুল (সঃ)-কে আঘাত করতে এসেছিলেন, কিন্তু রাসুল (সঃ)-এর নূরানী চেহারা মোবারক দেখার পর তাঁর ধারণা ও ক্রোধ পাল্টে যায় এবং তিনি রাসুল (সঃ)-এর কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন! এখন এই কঠিন সময়ে সকল রাসুল (সঃ)-এর প্রেমিক তথা আহ্বলে সুন্নাত-ওয়াল-জামাতের উচিত কঠিনভাবে এইসব মওদুদী, খারেজী, ওহাবী, ইয়াজিদী, জাহেলি মতবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান তাঁর বাণী প্রচারের মাধ্যমে এ কাজটিই করে যাচ্ছেন। তিনি একজন অকুতোভয় সত্য পথের আলোকবর্তিকা। তিনি সত্য বলতে ভীত নন। আর হবেনইবা না কেন? তিনি যে হাকিকতে আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)-এর প্রেমে নিজেকে বিলিন করেছেন। এখন প্রশ্ন হল, আমরা কি বসে থাকব? নাকি এই সত্য প্রচারে তাঁর সাথে যোগ দিব? সকলেই নিজেদের বিবেককে এই প্রশ্ন করি। আল্লাহপাক আমাদের সকলকে সত্য বুঝবার তৌফিক দান করুন। আমীন।

দাঁড়ি রাখার সুন্নতি বিধান

শেষ পৃষ্ঠার পর

দলভুক্ত নয়, (মুসলিম শরীফ, ৩২৩৬)। আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তনকে বিকৃত করা অন্যায়। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন– যে ব্যক্তি চুল-দাঁড়ি উঠিয়ে বা কেটে অথবা কালো করে নিজেকে বিকৃত করল, আল্লাহর নিকট সে কিছুই পাবে না)। (আত-ত্বাবরানী, হাদীস নং ১০৯৭৭)

ইবনে উমর (রা:)-এর সূত্রে অন্য হাদিসে বর্ণিত রাসুল (সঃ) ইরশাদ করেন– 'তোমরা গোঁফ ছোট কর এবং দাঁড়ি লম্বা রাখো' (বুখারী শরীফ, ৫৮৯৩, মুসলিম শরীফ ৬০০)। বিখ্যাত আলেম ইবন আবদুল বার রাহিমাহুল্লাহ বলেন– 'দাঁড়ি কামানো হারাম, শুধুমাত্র মেয়েলী স্বভাবজাত পুরুষেরাই তা করতে পারে।' বুখারী শরীফের সহিহ হাদিসে রয়েছে– রাসুল (সঃ) বলেন– 'আমার উম্মতের সবাইকে আল্লাহর রহমতে মাফ করা হবে, তবে তারা ব্যতীত যারা গোনাহ ও নাফরমানীকে সকলের কাছে প্রকাশ করে বেড়ায়' (বুখারী, ৬০৬৯)।

প্রিয় দ্বীনি ভাই, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সকল মুজতাহিদ ইমাম বলেন, দাঁড়ি লম্বা রাখা ওয়াজিব এবং তা কমপক্ষে এক মুষ্ঠি পরিমাণ হতে হবে। এ ব্যাপারে চার মাযহাবের সকল ইমামের ইজমা প্রতিষ্ঠিত। এক মুষ্ঠির অতিরিক্ত অংশ কাটার সুযোগ শরীয়তে রয়েছে। এক মুষ্ঠির কম রাখা বা একেবারে তা মুণ্ডানো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম এবং কবীরা গোনাহ। কেননা হাদীসে পাওয়া যায়, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) ও হযরত আবু হুরায়রা (রা:) এক মুষ্ঠির অতিরিক্ত অংশ কেটেছেন। যেমন- আবু যুরআ (রা:) বলেন, আবু হুরায়রা (রা:) তাঁর দাঁড়ি মুঠ করে ধরতেন। এরপর এক মুষ্ঠির অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলতেন। হাসান বসরী (রহ.) বলেন, তাঁরা (সাহাবা-তাবেয়ীগণ) এক মুষ্ঠির অতিরিক্ত দাঁড়ি কাটার অবকাশ দিতেন। (প্রাগুক্ত ১৩/১১২, হাদীস : ২৫৯৯৫)। কিন্তু কোনো সহীহ বর্ণনায় এক মুষ্ঠির ভিতরে দাঁড়ি কাটার কোনো অবকাশ পাওয়া যায় না। সাহাবা ও তাবেয়ীনের এই আমলকে এ সম্পর্কিত মারফূ-হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করা যায়। সুতরাং এ বিষয়ের হাদীস ও আছার থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দাঁড়ি লম্বা রাখা ওয়াজিব, কেটে বা ছেটে এক মুষ্ঠির চেয়ে কম রাখার অবকাশ শরীয়তে নেই। সবশেষে একটি আফসোসের কথা বলি। বর্তমানে দাঁড়ি নিয়ে খেল-তামাশা চলছে। কেউ কেউ এটাকে কেটে ছেটে থুতনির উপর নিয়ে রেখেছেন, কেউ কেউ দাঁড়িকে হালকা সরল কালো রেখা, আবার কেউ বক্র রেখার মতো এঁকেছেন। কেউ কেউ দাঁড় গোঁফ এক করে ফ্রেঞ্চ কাটিং করে বৃত্ত অংকন করে রেখেছেন। আবার অনেক যুবক কোনো খেলোয়াড় বা নায়কের নতুন ধরনের চুল বা দাঁড়ির কাটিংয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের দাঁড়ি-গোঁফ সেভাবে রাখছেন। আবার কেউ কেউ ষ্টাইল করে কেটে-ছেটে খুব ছোট ছোট করে গালের সাথে মিলিয়ে রেখেছেন। অনেকে ক'দিন রাখেন আবার ক'দিন পর ছেটে ফেলছেন।

আল্লাহর রাস্তায় কামেল মুর্শিদের কাছে আত্মসমর্পণ

শেষ পৃষ্ঠার পর

ও হুমুক-আহকাম অনুযায়ী পথ চলতে হবে। এ ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হয়ে যে, তাঁর কাছে ব্যক্তির গৌরবকে প্রকাশ করা থেকে সর্বদা বিরত থাকতে হবে, কেননা জীবের সাথে পরম কখনোই মিলবেন না যদি সে জীবের মধ্যে বিন্দু পরিমান হিংসা বা অহঙ্কার থাকে। আধ্যাত্মিক শিক্ষা তো এটাই যে, জীব ও পরমের সাক্ষাৎলাভ। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী কামেল মুর্শিদ বা দীক্ষাগুরু যেভাবে চাইবেন সেভাবেই তাঁর সব হুকুমকে মাথায় নিয়ে, অন্তরে গেঁথে পালন করার চেষ্টা করতে হবে। এই চেষ্টার শুরুটাই হচ্ছে অত্মসমর্পণ। আর আত্মসমর্পণের মধ্যেই নিহিত আছে পরম শান্তি।

তাই বর্তমান শিক্ষীত তরুণ সমাজের প্রতি আমার আহ্বান, একবার হলেও আপনার আসুন ঢাকা ফার্মগেট কুতুববাগ দরবার শরীফে এবং দেখুন এ দরবার শরীফের পীর ও মুর্শিদ খাজাবাবা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি- মোজাদ্দেদি-কুতুববাগী কেবলাজান মানব জীবনের জন্য অতীব জরুরী মহা-মূল্যবান আধ্যাত্মিক শিক্ষা-দীক্ষার এক মহা ভাণ্ডার নিয়ে বসে আছেন।

আমার দিকে যে ব্যক্তি রুজু হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ কর
–আল কোরআন

আমার আলো

পীরের ঔরশজাত সন্তান হলেই কামেল মোকাম্মেল পীর হওয়া যায় না

মো: শাখাওয়াত হোসেন

বর্তমানে কোনো কোনো পীরজাদা আধ্যাত্মিক দর্শন জগতের এ গভীর বিষয়গুলো ঠিকমত বুঝতে পারেন না অথবা বুঝতে চান না। আমাদের দেশে দেখা যায় কোনো কোনো পীরের সন্তান পীরের অবর্তমানে যোগ্যতা থাক বা না থাক নিজেই পীর সেজে বসে পড়েন আর মনগড়া মাসলা আস'আয়েল বা ফতোয়া দিতে থাকেন। এভাবেই ইসলাম ধর্মের প্রসিদ্ধ হক্কানী তরিকতের পীরপ্রথা বা সূফীতন্ত্রকে এরা নিয়ে গেছেন বৈষয়িক ব্যবসাতন্ত্রে। এরা মোটেও অনুধাবন করতে পারেন না যে, ডাক্তারী বিদ্যা অর্জন না করে শুধু ডাক্তারের ঔরসজাত সন্তান হলেই ডাক্তার হওয়া যায় না। ডাক্তার হতে হলে ডাক্তারি বিষয়ে লেখাপড়া শিখে পুনরায় একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের অধীনে থেকে ডাক্তারি পেশার জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়, অতঃপর তিনি যখন সিদ্ধহস্ত হন কেবল তখনই রোগীর রোগ বুঝে ঔষধ লিখে দেয়ার যোগ্যতা রাখেন। তেমনই পীরের ঔরসে জন্ম নিলেই পীর হওয়া যায় না, পীর হতে হলেও কোনো কামেল মোকাম্মেল পীরের অধিনে কঠোর সাধনা রিয়াজতের মধ্যদিয়ে সিদ্ধি লাভের প্রয়োজন। কিন্তু এ দেশে দেখা যায় তার বিপরীত দৃশ্য যেমন, বাবা অথবা দাদা কামেল পীর ছিলেন এখন বংশ পরম্পরায় নাতী, পুতি বা তারও পরের প্রজন্ম পীরের গদিতে বসে পীরালী করছেন! যাকে বলে গদিনসীন পীর তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আল্লাহর অলি ছাড়া পীর হওয়া যায় না, অলি হওয়ার জন্যও কঠোর রিয়াজত-সাধনার দরকার হয়, আর কামেল মোকাম্মেল অলি নির্বাচন করতে পারেন একমাত্র আল্লাহ! কোনো মানুষ আল্লাহর অলি নির্বাচন করতে পারেন না। কে কার প্রকৃত বন্ধু তা বন্ধু ছাড়া কে বলতে পারে? তাই আল্লাহর বন্ধু কে? তা কেবল মহান আল্লাহতায়ালাই ভালো জানেন তিনিই ন্যায় বিচারক এবং সঠিক নির্বাচক।

কামেল পীর চেনার উপায়:

কামেল মোকাম্মেল পীর হতে হলে প্রথমত: অবশ্যই তাঁকে একজন কামেল মোকাম্মেল পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হবে। যেমন শেখ ফরিদ (রহ.) দীর্ঘ ৩৬ বছর জঙ্গলে সাধনা করার পরেও একজন কামেল পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পীরের নিকট থেকে খেলাফত প্রাপ্ত হয়েই তিনি হক্কানী পীর হয়েছিলেন। আমার মহান পীরওমুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী

আমার মহান মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান শিশুকাল থেকেই ছিলেন অনন্য সুন্দর গুণাবলির অধিকারী, সদা সত্য বলা, সদালাপী, মৃদুভাষী। আর সে কারণেই মাত্র নয় (৯) বছর বয়সে জিন্দা অলি হযরত খোয়াজ খিজির (আঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন

কেবলাজান শিশুকাল থেকেই ছিলেন অনন্য সুন্দর চরিত্রের অধিকারী যেমন সদা সত্যকথা বলা, মৃদুভাষী ও সুক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ত। আর সে কারণেই মাত্র নয় (৯) বছর বয়সে জিন্দা অলি হযরত খোয়াজ খিজির (আঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। সেই থেকে তিনি কঠোর রিয়াজত সাধনার মধ্যদিয়ে কাসফুল কবর মোরাকাবা করেন তিন বছর এতে তাঁর আত্মার বেশ উন্নতি সাধন হলেও এ অবস্থায় কামেল মোকাম্মেল পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার জন্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে ছুটে গেছেন। এভাবে ছুটতে ছুটতে ঢাকার জেলার ডেমরায় অবস্থিত মাতুয়াইল দরবার শরীফের কামেল মোকাম্মেল পীর হযরত মাওলানা কুতুবুদ্দীন আহমদ খান নকশবন্দি মোজাদ্দেদি (রহ.)-এর কাছে বাইয়াত নিলেন এবং দীর্ঘ দশ বছর পীরের খেদমতে সাধনায় থেকে কামালিত অর্জন করে আপন পীরের নিকট থেকে খেলাফত প্রাপ্ত হয়েছেন। একেই বলে প্রকৃত পীরে কামেল মুর্শিদে মোকাম্মেল পীর।

দ্বিতীয়ত : কামেল মোকাম্মেল পীর হতে হলে শুধু অন্য কোনো কামেল পীরের শিষ্য হলেই হবে না, বা কঠোর রিয়াজত সাধনা করলেও হবে না। অবশ্যই তাঁর পীরের নিকট থেকে আদেশ বা খেলাফত পেতে হবে। যেমনটি পেয়েছেন আমার পীরওমুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী পীর কেবলজান। শুধুমাত্র বংশের বা রক্তের দাবীতেই পীরের আসনে উপবিষ্ট হওয়া যায় না। মহানবী (সঃ) যে বংশের আবু জাহেল একই বংশের হওয়া সত্বেও আবু জাহেল কাফের রয়ে গেলেন; এখানে রক্তের কোনো গুরুত্বই নেই। তবে পীরের সন্তানকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে। তার মানে এ নয় যে, সে ইচ্ছা মতো ফতোয়া দিয়ে সমাজের শৃংখলা নষ্ট করবেন। সাধারণ মানুষদের বিপথে চলার উপদেশ দিবেন, এতে সে-ই পীর নামধারী ব্যক্তি নিজেও যেমন গোমরাহী তেমনই তার অনুসারিরাও গোমরাহীর পথে জীবন উৎসর্গ করে বিপদের মুখে চলে যাচ্ছেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে কামেল-মোকাম্মেল পীরের দেখানো সত্য পথে চালিত করুন, আমিন।

খুঁজি মুক্তির দিশা

সেহাঙ্গল বিপ্লব আল মোজাদ্দেদি

প্রিয়ভাই-বন্ধুগণ আসুন, অধৈর্য্য না হয়ে জাহেরি চোখদুটি বন্ধ রেখে কিছুক্ষণ ধ্যান করি এবং ধ্যানের মাধ্যমে খুঁজি সত্যের মিলনপথে মুক্তির দিশা! মহান আল্লাহর কোনো সৃষ্টি বা নিয়ামতকেই আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারবো না। এ ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা সুরা আর রাহ্মান-এ বত্রিশবার শুধু নিয়ামতের কথাই উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন আয়াতে কারীমায় বান্দার প্রতি প্রশ্ন করেছেন- 'তোমরা আমার কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?' হে আল্লাহ! আমরা মিসকীন গুনাহগার বান্দা আপনার কোনোকিছুকেই অস্বীকার করার শক্তি আমাদের নেই। আপনি আদেশ করেছেন- 'তোমরা মানুষে মানুষের গীবত কর না। হিংসা-বিদ্বেষ কর না।' আপনি সত্যের পথে শান্তির বাণী প্রচারের জন্য কালেকালে নবী-রাসুলসহ অলিআল্লাহদের পাঠিয়েছেন তাই আমরা আপনার সত্য পথে চলার জন্য কামেল পীরওমুর্শিদের হাতে হাত রেখে বাইয়াত নিয়েছি, আপনি আমাদের হেদায়েদ দান করে কবুল করুন। আমরা সাক্ষি দিচ্ছি যে, ফার্মগেট কুতুববাগ দরবার শরীফ সত্যবান তথা কামেল- মোকাম্মেল পীরও মুর্শিদের দরবার, এ দরবারে কখনো বে-শরা কাজ কিংবা গীবত-আলোচনা করা হয় না। এবং এখানে আধ্যাত্মিক সাধনায় দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী এক সমাজ সংস্কারক যিনি আপনারই মনোনীত বন্ধু-অলিআল্লাহ শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ খাজাবাবা কুতুববাগী পীর কেবলাজান। তিনি কুতুববাগ দরবার শরীফ থেকে 'আত্মশুদ্ধি, দিল-জিন্দা ও নামাজে হুজুরি' এই অমূল্য শিক্ষা দান করে আসছেন। তাঁর এ আধ্যাত্মিক দীক্ষাপীঠে ভর্তি হয়ে যাঁরা ছাত্র বা শিষ্য হয়েছি তাঁরা বিশ্বাস করি, তর্ক দিয়ে আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)-এর মহব্বত হাসিল করা সম্ভব না, কেবল সীমাহীন বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই তা অর্জন করা সম্ভব। তর্কবাদীদের তরী শুকনায় ডুবে আর বিশ্বাসীদের তরী পাহাড় দিয়েও চলে! সবকিছুর মর্মমূলে কায়মনো বাক্যে বিশ্বাসই আসল। যার ঈমান দুর্বল তার আমলও দুর্বল। মহান আল্লাহর রাসুলকে যারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভালোবাসেন, তারাই নায়েবে নবী অর্থাৎ জামানার পীর-মাশায়েখদের বিশ্বাস করেন এবং ভালোবাসেন। শুধুমাত্র তারাই পীরপ্রথাকে অবিশ্বাস করেন যাদের শরীরে ইয়াজিদী আর ওহাবী-নজদীর রক্তের ধারা বহমান। কারণ আব্দুল ওয়াহাব নজদী রাসুল (সঃ) কিংবা তাঁর আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতকে বিশ্বাস করতে চান না, আর সে কারণেই তাদের অন্তরে মায়া মহব্বতের চেয়ে ক্ষিপ্রতা, পরনিন্দা, প্রতারণা, লোক দেখানো ইবাদত স্বভাবগত বৈশিষ্ট। মহান আল্লাহতায়ালা আলিমুল গায়েব তিনি সর্বজ্ঞ এবং সবজান্তা।

হে আল্লাহ! আমরা গুনাহগার বান্দা আপনার কোনোকিছুকেই অস্বীকার করার সাধ্য-শক্তি আমাদের নেই, আপনি মহামহিম পরম করুণাময় সর্বশক্তিমান। আপনি আমাদের আদেশ করেছেন, তোমরা মানুষে মানুষের গীবত কর না। হিংসা-বিদ্বেষ কর না।' সত্যের পথে শান্তির বাণী প্রচারের জন্য কালেকালে নবী-রাসুলসহ অলিআল্লাহদের পাঠিয়েছেন তাই আমরা আপনার সত্য পথে চলার জন্য কামেল পীরের হাতে হাত রেখে বাইয়াত নিয়েছি, আপনি আমাদের হেদায়েত দান করে কবুল করুন

আল্লাহতায়ালা মানুষ সৃষ্টির আগে প্রকৃতির এ অপার লীলাভূমি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন জীব-জন্তু, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি। যেমন বাড়িতে কোনো নতুন অতিথি আগমনের আগেই বাড়িঘর পরিপাটি করে সাজানো গোছানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়, তেমনই পৃথিবীতে আদিপিতা আদম (আঃ) ও মা হাওয়া (আঃ) কে পাঠানোর আগেই বৈচিত্রময় সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এবং সুচারুভাবে বিশ্ব প্রকৃতির এমন মনোরম শোভা সৃষ্টি করেছেন। মাখলুকের জন্য অফুরন্ত খাদ্য ভাণ্ডার সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতির দিকে তাকালেই দেখতে পাই আশ্বিনের নীলাকাশে পেঁজা পেঁজা তুলোর মতো রাশিরাশি মেঘমালার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে চলা, সে এক অপূর্ব নয়নাবিরাম দৃশ্য। কিংবা শেষ বিকেলে গোধুলির রাঙা আকাশের যে অপরূপ শৈল্পিক রূপরেখা দেখে কোমল হৃদয়ে দোলা দিয়ে যাবেই তখন মনের অজান্তেই উচ্চারিত হয়, আহ্! আকাশে কী দারুণ দৃশ্যের অবতারণা সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহতায়ালা! জাগতিক কোনো শিল্পীর তুলিতে এমন রূপ বৈচিত্র ফুটিয়ে তোলা কখনোই সম্ভব না। রংধনু তার মোহনীয় রঙের আবির ছড়িয়ে জেগে ওঠে, এ সবই মহান আল্লাহতায়ালার ইশারা ও কুদরতের প্রকাশ মাত্র। আবার বৈশাখ মাসের রুদ্র খরতাপে সেই মেঘমালায় ভয়ঙ্কর রূপ সৃষ্টি হয়, সাদা মেঘ তখন আর সাদা থাকে না, কালো দৈত্যের মতো রূপ ধরে গর্জন করে গগন বিদারী। মেঘে-মেঘে ঘর্ষণ লেগে বিজলি চমকায়! সে এক ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা সবার জানা।

আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায় রংধনুর উৎস কীভাবে তা ব্যাখ্যা করেছেন যে, পানিতে মেঘের প্রতিফলন থেকে রংধনু জাগে। তবে বিজ্ঞানের বস্তুবাদী গবেষণার মাধ্যমে মানুষের জীবন-যাপনের উন্নতি ও চলাচলের নানান কলা-কৌশল আবিষ্কার করেছেন ঠিক। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষতির দায়কেও তাঁরা অস্বীকার করতে পারবেন না, যেমন আগ্নেয়াস্ত্র বা গোলাবারুদ। কিন্তু আল্লাহতায়ালার সৃষ্টিতে চির কল্যাণ আর সুন্দরের হাতছানি ছাড়া অমঙ্গল বা ক্ষতির কিছু নেই। পৃথিবীতে যদি এ ধরণের মারণাস্ত্র তৈরি না হতো তবে পৃথিবীটা সবার জন্য স্বর্গভূমি হতে পারতো। মহান আল্লাহতায়ালা শান্তির বাণী দিয়ে দয়াল নবী (সঃ)কে সত্য সরল পথের কাণ্ডারী ও রহমতের ভাণ্ডার করে পাঠালেন। হাজার হাজার বছর ধরে সে পথেরই শিক্ষা-দীক্ষা ও আদর্শকে অনুসরণ করছেন বুর্জুগাণে দ্বীন বা জামানার হক্কানী পীর মাশায়েখগণ এবং তাঁরা সাধারণ মানুষকে তাঁদের দেখানো পথ ও মতকে অনুসরণ করার আহ্বান জানাচ্ছেন। আমরা এ জন্যই তাঁদের পথ অনুসরণ করবো যে, তাঁরা মানুষের অদেখা মরা কলবে আল্লাহর জাতপাক নামের জিকির জারি করিয়ে সুপথে, সুহালে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। তাঁরা জামানার হাদী (হেদায়েত হওয়ার জন্য সুপরামর্শ দানকারী), মোজাদ্দিদ (সমাজ ও মানুষের নফসের সংস্কারক), পীরে-কামেল বা মুর্শিদে মোকাম্মেল। এলমে তাসাউফ বা সূফীবাদ তথা সূফীজম যে যা-ই বলি না কেন সকল মানুষের জন্য এ পথের রীতি-নীতি বা আদর্শকে জানা ও মেনে চলার বিকল্প নেই। কারণ মৃত্যু খুবই নিকটে কখন যেন প্রাণভ্রোমরা উড়ে যায়, সে একবার উড়ে গেলে কি আর ফিরবে? তাই সময় থাকতে সৎ-সাধনার গান গেয়ে চলাই সময়জ্ঞনসম্পন্ন মানুষের প্রধান কাজ ও ধর্ম। অনেক মানুষ কথায় কথায় বলেন, ইসলাম ধর্মে সূফীবাদ বলে কিছু নেই! এ ধরণের

৩-এর পাতায় দেখুন

আল্লাহর রাস্তায় কামেল মুর্শিদের কাছে আত্মসমর্পণ

এমএইচ মোবারক

তাসাউফ ও সূফীবাদ শিক্ষা দেয় আত্মশুদ্ধি। হৃদয়টাকে শুদ্ধ করার মুখ্য উপাদান বিদ্যমান রয়েছে সূফীবাদের সাধনার মধ্যে। এই শিক্ষার সুফলের অন্যতম ধাপ হচ্ছে জীবাত্মাকে পরমাত্মার অধীন করা, অত্মসমর্পণ করা, এবং কু-চিন্তার সাথে জিহাদ করে নিজ আত্মাকে মুক্তির পথে নিয়ে দাঁড় করানো। এ ক্ষেত্রে কামেল মাশায়েখ বা কামেলপীরের কাছে নিজেকে অত্মসমর্পণ করে তাঁর সান্যিধ্যে থেকে, নফসকে পরিশুদ্ধি করানোর মধ্যদিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনই হলো সূফী দর্শনের মর্ম কথা। সূফীবাদ মানব জাতিকে জানিয়ে দেয় সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর সব রকমের সৃষ্টির মূল রহস্য। স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির করণীয়, এবং সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার করণীয় কী? তা বোঝার একমাত্র পথ হচ্ছে সূফীবাদ।

পরমসত্তা বা মহান সৃষ্টিকর্তাকে অথবা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জানার আকাঙ্খা মানুষের চিরন্তন। অনেকেই বই-পুস্তকের মাধ্যমে সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কে জেনে থাকেন। আমার জানা মতে এ বিষয়ে কোনো কোনো বই-পুস্তক এক হাজার, দুই হাজার পৃষ্ঠা বা তারও অধীক হয়ে থাকে, কাগজের পরতে পরতে অনেক কিছু লেখাও থাকে। তবে কথা হচ্ছে এক-দুই বা তিন হাজার পৃষ্ঠা পড়েওকি এই কুল-কায়েনাতের মালিক ও তাঁর লীলা সম্পর্কে জানা সম্ভব?

সৃষ্টিকর্তা তাঁর সব রকমের সৃষ্টিই ঘটিয়েছেন আধ্যাত্মিকতার মধ্যদিয়ে, একথা চিরসত্য। অতএব গ্রন্থগত লক্ষলক্ষ পৃষ্ঠা পাঠ করেও এই কায়েনাতের মালিক ও তাঁর লীলা সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন সম্ভব নয় বলে আমি মনে করি, এর জন্য প্রয়োজন আধ্যাত্মিক জ্ঞান। একমাত্র আধ্যাত্মিক ধ্যান ও জ্ঞানের মাধ্যমেই এ পথে সফলকাম হওয়া সম্ভব বলে মনে করি। এর জন্য আমাদের প্রথম যে কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে, একদম কারো কথায় নয় নিজ ইচ্ছায় নিজ মনকে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করানো। আর এই আত্মসমর্পণের প্রথম দাপ হচ্ছে একজন কামেল মুর্শিদ-পীর বা গুরুর নিকট একাগ্রচিত্তে মনের পরিশুদ্ধিতার উদ্দেশ্যে হাজির হওয়া। আর আমি এটাকেই অত্মসমর্পণ বলে বিশ্বাস করি। আধ্যাত্মিক শিক্ষকের নিকট আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়েই তাঁর দেয়া অজিফা-আমল

৩-এর পাতায় দেখুন

দাঁড়ি রাখার সুন্নতি বিধান

বাদল চৌধুরী

মানব শরীরের মুখমণ্ডলে দাঁড়ি মহান আল্লাহর মহা নিয়ামতের মধ্যে একটি। পুরুষ মানুষের দাঁড়ি এটি পুরুষত্বের পরিচয় বহন করে এবং ইসলাম ধর্ম অনুয়াযী মুসলমান পুরুষের অবয়বের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করে এই দাঁড়ি। মহান আল্লাহর দৃশ্যমান নিদর্শনসমূহের অন্যতম নিদর্শন দাঁড়ি। মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে (সুরা আল-হাজ, আয়াত ৩২-এ) বলেন– 'আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটা তার হৃদয়ের তাকওয়া হতে উদ্ভূত বা আল্লাহ সচেতনতার লক্ষণ।'

ইমাম ইবনে জারীর তবারী (রা:) যায়েদ ইবনে আবী হাবীব (রা:)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন– একদিন ইয়েমেনের শাসকের পক্ষ থেকে দু'জন লোক রাসুল (সঃ)-এর নিকটে এলেন। তাঁদের মুখের দাঁড়ি কামানো ছিল এবং তাঁদের লম্বা গোঁফ ছিল। তাঁদের চেহারার দিকে তাকাতেও আল্লাহর রাসুলের কষ্ট হচ্ছিল। তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের মরণ হোক! তোমাদেরকে এ কাজ করতে কে বলেছে? উত্তরে তারা বললেন, আমাদের মালিক (কিসরা) আমাদেরকে আদেশ করেছেন। রাসুল (সঃ) বললেন– কিন্তু, আমার রব আমাকে আদেশ করেছেন, দাঁড়ি লম্বা রাখার ও গোঁফ খাটো রাখার, সুত্র: (আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/৪৫৯-৪৬০)। রাসুলুল্লাহর (সঃ)-এর আদেশ হলো দাঁড়ি লম্বা ও গোঁফ খাটো রাখা সুন্নত। এটা কামিয়ে ফেলা হচ্ছে সুন্নাহ তথা জীবনাচরণের প্রতি অবহেলা। রাসুল (সঃ) বলেছেন– যে আমার সুন্নাহর বিরাগভাজন হয় সে আমার

৩-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক : নাসির আহমেদ আল মোজাদ্দেদি, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ জয়নাল আবেদীন , মো: কামরুল ইসলাম , নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব আল মোজাদ্দেদি
প্রকাশক : সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী কর্তৃক মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সদর দপ্তর : কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, ফোন: +৮৮-০২-৫৮১৫৬৫২৮, মোবাইল : +৮৮-০১৭২৩ ৪৮২ ২৯৪ ই-মেইল : masikattaralo@gmail.com, www.kutubbaghdarbar.org.bd